63

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 1[illegible] JUN 1998

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

নকল আলেম তৈরির শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গত সোমবার অনুষ্ঠিত কামিল পরীক্ষায় ঢাকার একটি কেন্দ্রের ৫৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৫ জনকেই নকল করতে দেখা গেছে। এই কেন্দ্রে বড় এক বস্তা নকল উদ্ধার করা হয়েছে। ঢাকার অন্য কেন্দ্রের অবস্থাও একই। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো ফ্রি স্টাইল নকলের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। নকলের হার হিসেব করলে দেখা যাবে সাধারণ শিক্ষার পরীক্ষার্থীদের থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার পরীক্ষার্থীরা অনেক এগিয়ে আছে।

কিছুদিন আগে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নানা মহলে কথা উঠেছিল। উন্নয়ন বিষয়ক একটি সংগঠন আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা মন্তব্য করেছেন মাদ্রাসা শিক্ষার পিছনে দেয়া অনুদান পুরোটাই অপচয় হয়। মন্তব্যটি যে যথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবুও দেখা যায় সরকারের নীতি নির্ধারকরা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করছেন। এ বছরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে দু'হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদান দেয়ার জন্য তালিকাবদ্ধ করেছে এর মধ্যে রয়েছে ৬৪৫টি স্কুল ও কলেজ এবং ১২০০ মাদ্রাসা। শিক্ষাখাতের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যে বাজেটের অর্থ ব্যয় বেশি হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষার ছাত্রপ্রতি ব্যয়ের চেয়ে মাদ্রাসার ছাত্রপ্রতি ব্যয়ের হার বেশি। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষা একটি পশ্চাৎপদ শিক্ষা ব্যবস্থা। আজকের আধুনিক, তথ্য প্রযুক্তি ও একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার বাস্তব কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য কেউ যদি সমাজ ও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে অক্ষম কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল পরগাছা গোষ্ঠী তৈরি করতে চান তবে ভিন্ন কথা। পরগাছা সৃষ্টির বিলাসিতা আমাদের মতো দেশের না করাই ভাল।

কিছুদিন আগে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ধর্মীয় রাজনীতির একজন নেতা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক শক্তিতে শক্তিশালী করে। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ভিন্ন মাদ্রাসা শিক্ষার নামে অনুন্নত শিক্ষার শ্বেতহস্তী পালনের প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় শিক্ষা যদি আদৌ প্রয়োজন মনে করা হয় তবে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাতেই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বস্তুত তা আছেও।

মাদ্রাসা শিক্ষা যে কারো নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয় না তার সবচেয়ে দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাদ্রাসা পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব। এছাড়াও প্রায়ই মাদ্রাসা হোস্টেলগুলোতে সংঘটিত নানারকম অনৈতিক কার্যকলাপের ফিরিস্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ভুয়া মাদ্রাসা দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা ছাড়াও হাজারো রকমের দুর্নীতির খবর দুই একদিন পর পরই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীরা জুতা, আন্ডারওয়ার ও মোজার মধ্যে লুকিয়ে আনা নকল নিয়ে এসে পরীক্ষা দিচ্ছে। এই হচ্ছে তাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির নমুনা।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে রাষ্ট্র তার পুরোটাই অপচয় হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা এক নয়। ধর্মে যারা বিশ্বাস করেন তাদের জন্য ধর্ম শিক্ষার দ্বার সব সময় খোলা আছে এবং থাকবে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে অর্থ অপচয় করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। এই নকলি আলেমরা দেশের চরিত্রহনন ছাড়া আর কোন কাজেই আসবে না।